JUN. 29 2002

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ...

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কেনার নামে বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

লিয়াকত আলী বাদল ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক চলতি অর্থবছরে সারা দেশের কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কেনার নামে আড়াই কোটি টাকা হরিরলুট হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দরপত্রের মাধ্যমে এসব যন্ত্রপাতি কেনার কথা থাকলেও অনেক স্থানে এ নিয়ম পর্যন্ত মানা হয়নি। শুধু কাগজ-কলমে ক্রয় দেখিয়ে পুরো টাকাই ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়া হয়েছে। রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলায় এ ঘটনা নিয়ে সরকারি দলের ক্যাডারদের সঙ্গে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার তুমুল বাক-বিতণ্ডা হলে ওই কর্মকর্তাকে দেখে নেয়ার হুমকি পর্যন্ত দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় চলতি অর্থবছরের জুন মাসের মধ্যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্য আড়াই কোটি টাকা খরচ করার নির্দেশ দেয়। সারাদেশে মোট ৮শ' ৭৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য এই অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়। এর মধ্যে ২শ' ৬৫টি কলেজের প্রতিটি ৫০ হাজার টাকা, ৪শ' ৫০টি স্কুল ও ১শ' ২০টি মাদ্রাসার প্রতিটিতে ৩৫ হাজার টাকা করে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনামায় বলা হয়েছিল, বরাদ্দপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সমন্বয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করতে হবে। বরাদ্দকৃত অর্থ চলতি জুন মাসের মধ্যে খরচ করার নির্দেশ দেয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে আসা নির্দেশনামা চলতি মে মাসে প্রদান করা হলেও, জুন মাসের ১২ তারিখের মধ্যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কিনে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করার কথা থাকলেও রংপুরসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কাগজ-কলমে ক্রয় দেখিয়ে সমুদয় টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত একটি অভিযোগ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গত সোমবার লিখিতভাবে প্রেরণ করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।